226060 - যে নারী নিফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখেছেন এমতাবস্থায় তার রোযার কী হুকুম হবে?

প্রশ্ন

আমি শাবান মাসে সন্তান প্রসব করেছি। এরপর আমি এক রোগে আক্রান্ত হয়েছি। যার ফলে শুধু তিনদিন নিফাসের রক্তস্রাব হয়ে আর হয়নি। এরপর স্রাব বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আমি গোসল করে নামায পড়া শুরু করেছি। শাবান শেষে হয়ে রমযান শুরু হয়েছে কিন্তু আর কোন রক্তস্রাব যায়নি। রমযান মাসের এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর ডাক্তার আমাকে কিছু এন্টিবায়োটিক ঔষধ দিয়েছেন। আমি রোযা রাখতাম। সারাদিন কোন রক্ত যেত না মাগরিবের পূর্বে সামান্য কয়েক ফোঁটা স্রাব যেত। গোটা রমযান মাস এভাবে ছিলাম। আমি কি পবিত্র হয়েছি; নাকি হইনি তা জানতে পারিনি। কিন্তু আমি সারা মাস রোযা রেখেছি। আমি কি রোযাগুলো পুনরায় রাখব; নাকি রাখা লাগবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

নিফাসের সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নেই। কোন নারী যদি সন্তান প্রসবের পর পবিত্র হয়ে যান এমন কি যদি সেটা কয়েক দিনের মধ্যেও হয় তাহলে তিনি গোসল করে নামায ও রোযা পালন করবেন।

শাইখ বিন উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"যদি কোন নারী সন্তান প্রসব করার একদিন পর বা কয়েক দিন পর পবিত্র হয়ে যান তাহলে তিনি পবিত্র; তার উপর নামায ফরয হবে, তিনি রোযা রাখলে সহিহ হবে এবং তার স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা জায়েয হবে।"[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব থেকে সমাপ্ত]

হায়েয বা নিফাস থেকে পবিত্রতা দুটো পদ্ধতির যে কোন একটির মাধ্যমে জানা যায়:

১। সাদাস্রাব নর্িগত হওয়া।

২। পূর্ণভাবে স্থানটি শুকয়িে যাওয়া; যাতে করে রক্তস্রাব, হলদটেে স্রাব বা বাদামী স্রাবরে কোন চহ্নি না থাকে।

আরও জানতে দখেুন: 156224 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

নফিাস থকেে পরপিূর্ণভাবে পবত্রি হয়ে যাওয়ার পর সামান্য কয়কে ফোটা রক্তপাত হওয়া 'নফিাস' হসিবেে গণ্য হবে না। সুতরাং এমতাবস্থায় সে নারী নামায পড়বনে ও রোযা রাখবনে।

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্রতে (খণ্ড-২, ৪/২৫৯) এসছে:

"তার স্ত্রী পবত্রি রমযানরে ৯ তারখিে সন্তান প্রসব করছে। সন্তান প্রসবরে ৯ দনি পর রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গছে। তখন সে গোসল করে নামায ও রোযা পালন শুরু করছে। কন্িতু সে খয়োল করছে যে, রাত হলে কয়কে ফোঁটা রক্ত বরে হয়। দনিরে বলোয় কছিু দখেে না। এমতাবস্থার হুকুম কী? তার নামায ও রোযা কি সহহি?

জবাব: যদি এ নারী নর্িমল পরচ্ছিন্নতা দখেতে পান তাহলে তার নামায ও রোযা সহহি। কনেনা তনিি পবত্রি নারীদরে হুকুমরে অধভিুক্ত। তনিি রাতরে বলো যে সামান্য কয়কে ফোঁটা রক্ত দখেনে সটো নফিাস হসিবেে গণ্য হবে না এবং সটোকে নফিাসরে রক্তস্রাবও বলা হয় না। সুতরাং এ ক্ষত্রেে নফিাসরে হুকুম প্রযোজ্য হবে না।"[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: "জনকৈ নারী নফিাসরে দুই মাস পর, পবত্রি হওয়ার পর তনিি কছিু ছোট ছোট রক্তরে ফোঁটা দখেতে পান। এ নারী কি রোযা রাখবনে না এবং নামায পড়বনে না? নাকি কী করবনে?

জবাবে তনিি বলনে: যদি কোন নারী হায়যে ও নফিাস থকেে পবত্রি হন এবং নশ্চিতি পবত্রিতা দখেতে পান; হায়যে থকেে পবত্রিতা দ্বারা আমি বুঝাতে চাচ্ছি সাদাস্রাব নর্িগত হওয়া। সাদাস্রাব হচ্ছে-- সাদা পানি যা নারীরা চনিতে পারনে; তাহলে এ সাদাস্রাব দখো যাওয়ার পরে যদি বাদামী বা হলদটেে কছিু দখো যায় কংিবা রক্তরে ফোঁটা বা ভজো স্যাতস্যাতে অনুভুত হয়-- এগুলোর কোনটি হায়যে নয়। এগুলো নামায ও রোযা পালনরে ক্ষত্রেে প্রতবিন্ধক নয় এবং স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাসরে ক্ষত্রেওে প্রতবিন্ধক নয়। কনেনা সটো হায়যে নয়। উম্মে আতয়িযা বলনে: 'আমরা হলদটেে ও বাদামী স্রাবকে কছিুই মনে করতাম না।'[সহহি বুখারী, আবু সুনানে দাউদরে আরকেটু বাড়তি টক্সে হল: "পবত্রিতার পরে"। হাদসিটরি সনদ সহহি]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলব: নিশ্চিত পবিত্রতা পর এ ধরণের কিছু ঘটলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। এগুলো নারীর নামায, রোযা ও স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে পবিত্রতা দেখার আগে তাড়াহুড়া করা যাবে না। কারণ কিছু কিছু নারী রক্ত শুকিয়ে গেছে দেখলেই পবিত্র হওয়ার আগে তাড়াতাড়ি গোসল করে ফেলেন। এ কারণে মহিলা সাহাবীগণ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর কাছে কুরসুফ পাঠাতেন। অর্থাৎ রক্তযুক্ত তুলা পাঠাতেন। তখন তিনি তাদেরকে বলতেন: আপনারা তাড়াহুড়া করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সাদাস্রাব দেখতে পান।"[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।